খুড়োর কল

সুকুমার রায়

কল করেছেন আজব রকম চন্ডীদাসের খুড়ো -
সবাই শুনে সাবাস বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো !
খুড়োর যখন অল্প বয়স - বছর খানেক হবে -
উঠল কেঁদে “গুংগা” বলে ভীষণ অট্টরবে !
আর তো সবাই 'মামা' 'গাগা' আবোল তাবোল বকে,
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চমকে গেল লোকে !
বললে সবাই ,“এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোড়ে এ সংসারে একটা কিছু হবে !”
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘন্টার রাস্তা যাবেন দেড় ঘন্টায় চলে !
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা
ঘন্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা !
বলব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে এক্কেবারে খাসা !
সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি ,
মন্ডা মিঠাই চপ কাটলেট খাজা কিংবা লুচি !
মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে যায় খেতে ,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে !
এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস রবে না, চলবে কেবল ধেয়ে !
হেসে খেলে দু-দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে !
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চন্ডীদাসের খুড়ো !